TRIPURA OBSERVER 28-05-2018

State-level Sports Competition begins at ICFAI

Manoj exudes firm stand to host ntnl games in Tripura

By Our Reporter

Agartala: May 27. The State-Level Championship on Gymnastics, Hockey, Muay Thai and Table Tennis got off to a colourful start this afternoon at Kamalghat Campus of ICFAI University, Tripura with Sports and Youth Affairs Minister reiterating for hosting National Games in Tripura. The Minister Mr. Manoj Kanti Deb expressed firm belief that Centre would generously help towards infrastructure development for organizing National Games in Tripura.

The Minister said, previous governments never contemplated that National Games could be organized in Tripura. If State like Manipur could host National Games Tripura would also emerge out as a strong contender, he asserted and informed that State government was thinking to convert Agartala as a Sports City and create a Sports village in Bamutia Assembly constituency.

Deb appreciated upon ICFAI University Tripura for extending all possible support towards organizing State Level Championship on different events on its Campus at Kamalghat and hoped that the University would also extend all possible help in future. The Minister said, after taking oath of office he was optimistic of getting the portfolio of Youth Affairs and Sports department and the Chief Minister made it a reality.

About 300 competitors of Gymnastics, Muay Thai and Table Tennis assembled today for the inaugural ceremony. Muay Thai and Table Tennis events had begun this evening after completion of eligibility formalities. Gymnastics event will take place at renovated Netaji Subhash Regional Coaching Centre (NSRCC).

60 CM.

Scanned by CamScanner

SYANDAN PATRIKA 28-05-2018

চার সংস্থার রাজ্যভিত্তিক আসরে ঘোষণা ক্রীড়ামন্ত্রীর

রাজ্যে জাতীয় গেইমস অবশ্যই হবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি।। 'দ্রুত কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় গেইমসের আয়োজন করা যে সম্ভব নয় সেটা আমাদের জানা আছে। কিন্তু এর মানে এই না জাতীয় গেইমস করা যাবে না। ত্রিপুরায় জাতীয় গেইমস করার বিষয়ে রাজ্য সরকার বদ্ধ পরিকর। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌরের কাছে দেখা করে এই দাবি আমরা জানিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য আগামী ৪ বছরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা। যাতে করে এই রাজ্যে জাতীয় গেইমসের আয়োজন করা যায়'। রবিবার কামাঘাট সংলগ্ন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি ক্রীড়ার রাজ্যভিত্তিক আসরের উদ্বোধন করতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এই কথা বলেন। তিনদিন ব্যাপী এই আসরের সূচনাও করেন তিনি।

পতাকা উত্তোলন করে আসরের সূচনা করেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। কামালঘাটের ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, মণিপুর বা আসামের মতো রাজ্য জাতীয় গেইমস করতে পারলে কেন ত্রিপুরা করতে পারবে না। এখন রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই সরকার। এই অবস্থায় সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারলে অবশ্যই পরিকাঠামো উন্নয়নের অর্থের অভাব হবে না। ক্রীড়ামন্ত্রী দিন খেদ ব্যক্ত করে আরো জানান, এই রাজ্যেও যে জাতীয় গেইমসের আসর বসানো যায় এই ভাবনাটা এতদিন কেউই করেননি। কিন্তু সেটা অবশ্যই সম্ভব। তিনি আরো বলেন বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি স্পোর্টস ভিলেজ তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে। সেই সঙ্গে রাজধানী আগরতলাকে স্পোর্টস সিটিতে রূপান্তর করা হবে।

স্কুল পড়ুয়াদের প্রতিনিয়ত শরীর চর্চা ও খেলাধুলায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান ক্রীড়ামন্ত্রী। সেই সঙ্গে ৪টি ক্রীড়া সংস্থার রাজ্যভিত্তিক এই আসরের সাফল্য কামনা করেন। ধন্যবাদ জানান ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও। যারা সরকারকে সহযোগিতা করার জন্যে এভাবে এগিয়ে এসেছেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকাল্টিরা। স্বাগত ভাষণ রাখেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। এছাড়া অনুষ্ঠানে বামুটিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণধন নাথ ও ছামনুর বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা সহ ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা উদয়ণ সিনহা, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বিমল কুমার রায় চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনের পর মোহাইথায় ও টেবিল টেনিসের প্রাথমিক পর্বের খেলা শুরু হয় ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়েই। এছাড়া এন এস আর সি সি'তে হয় জিমনাস্টিক্সের লড়াই। হকি অরুন্ধুতিনগরের পুলিশ মাঠে চলছে। আগামী ২৯ মে পর্যন্ত চার সংস্থার এই আসর চলবে।

72 CM.

Scanned by CamScanner

DAINIK SAMBAD 28-05-2018

রাজ্য ক্রীড়া আসর

টেবিল টেনিস শুরু আজ দুটি ইভেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি

আগরতলা, ২৭ মে ঃ উদ্বোধন হলো জিমনাস্টিক্স, টেবিল টেনিস ও মোয়াই থাই তিন ইভেন্টের রাজ্যভিত্তিক আসর। কামালঘাটের ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস কমপ্লেক্সে রবিবার বিকালে তিনদিনব্যাপী এই রাজ্যভিত্তিক আসরের উদ্বোধন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। টেবিল টেনিস ও মোয়াই থাই দুই ইভেন্টের প্রতিযোগিতা হচ্ছে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। জিমনাস্টিক্স হবে এনএসআরসিসির ইণ্ডোর হলে। একমাত্র টেবিল টেনিসের প্রতিযোগিতা আজ থেকে শুরু হয়েছে। মোয়াই থাই ও জিমনাস্টিক্স দুই ইভেন্টের প্রতিযোগিতা আগামীকাল সকাল থেকে শুরু হবে। টেবিল টেনিসে ৮ জেলা থেকে ১৩২ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছে। বিগেনার্স ও ক্যাডেট (বালক/বালিকা) দুই বিভাগের প্রতিযোগিতা আজ প্রথম দিনে হয়েছে। আগামীকাল সকাল ৮টা থেকে বাকি বয়স গ্রুপে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। মোয়াইথাই ইভেন্টে ৮ জেলা থেকে ২০৪ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছে। জিমনাস্টিক্সে গোমতী জেলা উদয়পুর ও পশ্চিম জেলার বিভিন্ন প্লে সেন্টার ক্লাব অংশ নিয়েছে। এছাড়া এডিসি খুমলুঙ প্লে সেন্টার, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, সাইস্যাগ, উমাকান্ত সাই এতে অংশ নিয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ও রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এই রাজ্য আসর হচ্ছে।

তিন ইভেন্টের রাজ্য ক্রীড়ার উদ্বোধন

ত্রিপুরায় জাতীয় গেমস আমরা করবই ঃ মনোজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি

আগরতলা, ২৭ মে ঃ 'আগামী দু'চার বছরে রাজ্যে জাতীয় গেমসের আসর বসানো সম্ভব নয়, তা আমরা ভালো করেই জানি। কিন্তু ত্রিপুরায় জাতীয় গেমস সংগঠিত করার বিষয়ে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। আমরা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সাথে দেখা করে ইতিমধ্যেই এই দাবি জানিয়েছি। আগামী চার বছরের মধ্যেই আমরা রাজ্যে প্রয়োজনীয় ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলবো।' রবিবার বিকালে কামালঘাটের ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জিমনাস্টিক্স, মোয়াইথাই, হকি এবং টেবিল টেনিসের রাজ্যভিত্তিক আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব একথা বলেন। তিনি জানান, মণিপুর, আসামের মতো রাজ্য জাতীয় গেমসের আসর বসাতে পারলে ত্রিপুরাও পারবে। এখন রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার। সঠিক সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারলে পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থের কোনও অভাব হবে না।

তবে ক্রীড়ামন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরায়ও জাতীয় গেমসের আসর বসানো যায় এই ভাবনাটাও এতদিন কারোর মাথায় আসেনি। তিনি বলেন, বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি স্পোর্টস ভিলেজ তৈরি করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে। তেমনি আগরতলাকে স্পোর্টস সিটিতে রূপান্তর করা হবে। মন্ত্রী বলেন, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। এক সময়ে কমলপুরের হয়ে রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। অন্যান্য ইভেন্টেও উৎসাহ ছিল। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সুপ্ত বাসনা ছিল ক্রীড়াদপ্তর পাওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী সেই মনোকামনা পূর্ণ করেছেন। রাজ্যের সামগ্রিক ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে নিজেকে নিয়োজিত করবেন বলেও ক্রীড়ামন্ত্রী মন্তব্য করেন।

তিনি স্কুল পড়ুয়াদের প্রতিনিয়ত শরীরচর্চা করা এবং খেলাধুলায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান এবং প্রতিযোগিতার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার সংগঠনে সক্রিয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় ক্রীড়ামন্ত্রী ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিগণ। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য তথা অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি অধ্যাপক বিপ্লব হালদার।

52 CM.

Scanned by CamScanner

TRIPURA DARPAN 28-05-2018

ইকফাই ক্যাম্পাসে রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

ত্রিপুরায় জাতীয় গেমসের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ মে।। আগামী দু-চার বছরে রাজ্য জাতীয় গেমসের আসর বসানো সম্ভব নয়, তা আমরা ভাল করেই জানি। কিন্তু ত্রিপুরায় জাতীয় গেমস সংগঠিত করার বিষয়ে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। আমরা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ইতিমধ্যেই এই দাবি জানিয়েছি। আগামী চার বছরের মধ্যেই আমরা প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলবো। রবিবার বিকালে কামালঘাটের ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জিমনাস্টিক্স, মুয়াইথাই, হকি এবং টেবিল টেনিসের রাজ্যভিত্তিক আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে উপরোক্ত দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। তিনি জানান, মণিপুর বা আসামের মত রাজ্য জাতীয় গেমসের আসর বসাতে পারলে ত্রিপুরাও পারবে। এখন রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার। সঠিক সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারলে পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থের কোন অভাব হবে না। ক্রীড়ামন্ত্রী ব্যক্ত করে করে জানান, ত্রিপুরায়ও জাতীয় গেমসের আসর বসানো যায় এই ভাবনাটাও এতদিন কারোর মাথায় আসেনি। তিনি বলেন, বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি স্পোর্টস ভিলেজ তৈরি করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে। তেমনি আগরতলাকে স্পোর্টস সিটিতে রূপান্তর করা হবে। মন্ত্রী বলেন, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। এক সময়ে কমলপুরের হয়ে রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। অন্যান্য ইভেন্টেও উৎসাহ ছিল। মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর সুপ্ত বাসনা ছিল ক্রীড়া দপ্তর পাওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী সেই মনোকামনা পূর্ণ করেছেন। রাজ্যের সামগ্রিক ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে নিজেকে নিয়োজিত করবেন বলেও ক্রীড়ামন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি স্কুল পড়ুয়াদের প্রতিনিয়ত শরীরচর্চা করা এবং খেলাধূলায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান এবং প্রতিযোগিতার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার সংগঠনে সক্রিয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় ক্রীড়ামন্ত্রী ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিগণ। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য তথা অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। রাজ্যের দূর দূরান্ত থেকে আগত সমস্ত প্রতিযোগীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার জন্য আজকের দিনটি একটা মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

জিমনাস্টিক্স, টেবিল টেনিস, হকি এবং মুয়াই থাই এই চারটি ইভেন্টের রাজ্যস্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কামালঘাট ক্যাম্পাসকে বেছে নেওয়ার জন্য অধ্যাপক হালদার রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করে উনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিদর্শনের অনুরোধ জানিয়েছে।

প্রধান অতিথির ভাষণে বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক বলেন, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলের গর্ব। আগামী পাঁচ বছরে বামুটিয়া কেন্দ্রকে সাইনিং বামুটিয়াতে পরিণত করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের সর্বদা শরীরচর্চা করার আহ্বান জানান। ছাওমনু কেন্দ্রের বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা এবং রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিমল কুমার রায় চৌধুরীও অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা উদয়ন সিনহা। 64 CM.

Scanned by CamScanner

BITIRNA TRIPURA 28-05-2018

ইকফাই ক্যাম্পাসে রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ মে।। 'আগামী দু'চার বছরে রাজ্যে জাতীয় গেমসের আসর বসানো সম্ভব নয়, তা আমরা ভাল করেই জানি। কিন্তু ত্রিপুরায় জাতীয় গেমস সংগঠিত করার বিষয়ে রাজ্য সরকার বদ্ধ পরিকর। আমরা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সাথে দেখা করে ইতিমধ্যেই এই দাবি জানিয়েছি। আগামী চার বছরের মধ্যেই আমরা প্রয়োজনী পরিকাঠামো গড়ে তুলবো।' আজ বিকালে কামালঘাট ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জিমন্যাস্টিক্স, মুয়াইথাই, হকি এবং টেবিল টেনিসের রাজ্যভিত্তিক আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে এই দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে রাজ্যে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। তিনি জানান, মণিপুর বা আসামের মত রাজ্য জাতীয় গেমসের আসর বসাতে পারলে ত্রিপুরাও পারবে। এখন রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার। সঠিক সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারলে পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থের কোন অভাব হবে না।

ক্রীড়ামন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, ত্রিপুরায়ও জাতীয় গেমসের আসর বসানো যায় এই ভাবনাটাও এতদিন কারোর মাথায় আসেনি। তিনি বলেন, বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি স্পোর্টস ভিলেজ তৈরি করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে। তেমনি আগরতলাকে স্পোর্টস সিটিতে রূপান্তর করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, ক্রীণা ও যুবকল্যাণ দপ্তরের দার্যিত্ব পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছে। এক সময়ে কমলপুরের হয়ে রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। অন্যান্য ইভেন্টেও উৎসাহ ছিল। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সুপ্ত বাসনা ছিল ক্রীড়া দপ্তর পাওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী সেই মনোকামনা পূর্ণ করেছেন। রাজ্যের সামগ্রিক ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে নিজেকে নিয়োজিত করবেন বলেও ক্রীড়ামন্ত্রী মন্তব্য করেন।

তিনি স্কুল পড়ুয়াদের প্রতিনিয়ত শরীরচর্চা করা এবং খেলাধূলায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান এবং প্রতিযোগিতার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার সংগঠনে সক্রিয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় ক্রীড়ামন্ত্রী ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশ করেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিগণ। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য তথা অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। রাজ্যের দূরদূরান্ত থেকে আগত সমস্ত প্রতিযোগিদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার জন্য আজকের দিনটি একটা মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। জিমন্যাস্টিক্স, টেবিল টেনিস, হকি এবং মুয়াই থাই—এই চারটি ইভেন্টের রাজ্যস্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কামালঘাট ক্যাম্পাসকে বেছে নেওয়ার জন্য অধ্যাপক হালদার রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করে উনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিদর্শনের অনুরোধ জানিয়েছে।

প্রধান অতিথির ভাষণে বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক বলেন, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলের গর্ব। আগামী পাঁচ বছরে বামুটিয়া কেন্দ্রকে সাইনিং বামুটিয়াতে পরিণতা করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের সর্বদা শরীরচর্চা করার আহ্বান জানান। ছামনু কেন্দ্রের বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা এবং রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিমল কুমার রায় চৌধুরিও অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য পেশ করেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা উদয়ন সিন্‌হা। 88 CM.

Scanned by CamScanner

AJKER FARIAD 28-05-2018

ইকফাই ক্যাম্পাসে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

ত্রিপুরায় জাতীয় গেমসের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলব ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা।। আগামী দু-চার বছরে রাজ্যে জাতীয় গেমসের আসর বসানো সম্ভব নয়, তা আমরা ভাল করেই জানি। কিন্তু ত্রিপুরায় জাতীয় গেমস সংগঠিত করার বিষয়ে রাজ্য সরকার বদ্ধ পরিকর। আমরা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীরসাথে দেখা করে ইতোমধ্যেই এই দাবি জানিয়েছি। আগামী চার বছরের মধ্যেই আমরা প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলবো। রবিবার বিকালে কামালঘাটের ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জিমনাষ্টিক্স, মুয়াইথাই, হকি এবং টেবিল টেনিসের রাজ্যভিত্তিক আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে উপরোক্ত দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন রাজ্যের ক্রীড়অ ও যুবকলম্যান দফতরের মন্ত্রীমনোজ কান্তি দেব। তিনি জানান, মনিপুর বা আসামের মত রাজ্য জাতীয় গেমসের আসর বসাতে পারলে ত্রিপুরাও পারবে। এখন রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই দলের সরকার। সঠিক সাদিচ্ছা ও পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারলে পরিকাঠামো উন্নয়ণে অর্থের কোন অভাব হবে না। ক্রীড়ামন্ত্রী ক্ষেদ ব্যক্ত করে জানান, ত্রিপুরায়ও জাতীয় গেমসের আসর বসানো যায় এই ভাবনটাও এতদিন কারোর মাথায় আসেনি। তিনি বলেন, বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মদেও একটি স্পোর্টস ভিলেজ তৈরি করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে। তেমনি আগরতলাকে স্পোর্টস সিটিতে রূপান্ত করা হবে। মন্ত্রী বলেন, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুব খুশী হয়েছে। এক সময়ে কমলপুরের হয়ে রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। অন্যান্য ইভেন্টেও উৎসাহ ছিল। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সুপ্ত বাসনা ছিল ক্রীড়াদফতর পাওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী সেই মনোকামনা পূর্ণ করেছেন। রাজ্যের সামগ্রীক ক্রীড়অ পরিকাঠামো এবং ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে নিজেকে নিয়োজিত করবেন বলেও ক্রীড়ামন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি স্কুল পড়ুয়াদের প্রতিনিয়ত শরীরচর্চা করা এবং খেলাধূলায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। এবং প্রতিযোগিতায় সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার সংগঠনে সক্রিয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ক্রীড়ামন্ত্রী ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি গণ। স্বাগত ভাষণ রাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য তথা অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। রাজ্যের দূরদূরান্ত থেকে আগত সমস্ত প্রতিযোগিদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার জন্য আজকের দিনটি একটাই মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

54 CM.

Scanned by CamScanner

KALAMER SHAKTI 28-05-2018

শুরু হল তিন ইভেন্টের রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া

কলমের শক্তি ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মে ।। জিমন্যাস্টিক্স, টেবিল টেনিস এবং মোয়াইথাই এই তিন ইভেন্টের রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হল রবিবার। এদিন, বিকাল চারটায় কামালঘাটস্থিত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বিপ্লব হালদার, ক্রীড়াপর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিমল কুমার রায়চৌধুরী। এছাড়া ছিলেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এ রঙ্গনাথন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আসরের উদ্বোধন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি বিভাগ উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। নিজের বক্তব্যে ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যের খেলাধূলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। রাজ্য সরকার খেলাধূলার উন্নয়নে আন্তরিক। দেশীয় মানচিত্রে রাজ্যের খেলাধূলা যাতে উল্লেখযোগ্য স্থান পায় তার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বিপ্লব হালদার। এছাড়া বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, শম্ভুলাল চাকমা, বিমল কুমার রায়চৌধুরী, ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা উদয়ন সিনহা বক্তব্য পেশ করেন। উদ্বোধনের পর শুরু হয় লড়াই। মোয়াইথাই এবং টেবিল টেনিস এই দুটি ইভেন্টের লড়াই হবে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া জিমন্যাস্টিক্স হবে এনএসআরসিসিতে। প্রসঙ্গত, জিমন্যাস্টিক্স, টেবিল টেনিস, মোয়াইথাই এবং হকি এই চারটি ইভেন্টের রাজ্য আসর সরাসরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রীড়াপর্ষদ। যার অন্যতম হকি দুদিন আগেই এডি নগর পুলিশ মাঠে শুরু হয়েছে। বাকি তিনটি ইভেন্ট শুরু হল রবিবার। আগামীকাল সকাল আটটা থেকে তিন ইভেন্টের লড়াই শুরু হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান। তবে যদি প্রাকৃতিক কারণে সমস্ত ইভেন্টের লড়াই শেষ না হয় তবে ২৯ মে একটি অতিরিক্ত দিনও রাখা হয়েছে। 48 CM.

Scanned by CamScanner